A-3782

"৩১০টি উপজেলা সদরে নির্বাচিত বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহকে মডেল স্কুলে রূপান্তর" শীর্ষক প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ

চূড়ান্ত প্রতিবেদন

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
তাং .....
গ্রন্থাগার

জুন ২০১৩

A-3782
2-7-13
01

প্রস্তুতকারী ঃ
প্রকৌঃ মোঃ আবদুল মজিদ
পরামর্শক
ফ্ল্যাট-এ/২, বাসা-৬৯, রোড-১২/এ
ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯

আয়োজনে ঃ
শিক্ষা ও সামাজিক সেক্টর
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
শেরে-ই বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

সার-সংক্ষেপ
(Executive Summary)

শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রথমে ৩০৬টি উপজেলা সদরে নির্বাচিত বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে মডেল স্কুলে রূপান্তরের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক "Transformation of Existing Non-Government Schools into Model Schools in Selected 306 Upazilla Headquarters" শীর্ষক প্রকল্পটি ২২-১২-২০০৮ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে ৪৬৫,৭৭.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারী ,২০০৯ হতে ডিসেম্বর, ২০১৩ পর্যন্ত মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে প্রকল্পটি সংশোধন করে প্রকল্পের ব্যয় অপরিবর্তিত রেখে প্রকল্প মেয়াদ জানুয়ারী, ২০০৯ হতে ডিসেম্বর, ২০১৪ পর্যন্ত নির্ধারন করা হয়। প্রকল্পটি সংশোধনকালে ৩০৬ টির পরিবর্তে ৩১০টি বেসরকারী স্কুলকে মডেল স্কুলে রূপান্তরের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

প্রকল্পের উদ্দেশ্যসমূহ হলো ঃ (ক) সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়বিহীন নির্বাচিত উপজেলায় বিদ্যমান বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহ হতে একটি করে বিদ্যালয় নির্বাচনপূর্বক মডেল স্কুলে রূপান্তর; (খ) ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন এবং টিচিং লার্নিং সুযোগ-সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে নির্বাচিত বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার গুণগতমান উন্নয়ন; (গ) বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য এবং প্রধান শিক্ষক/সহকারী প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকাদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে বেসরকারী বিদ্যালয়সমূহের স্কুল ম্যানেজমেন্ট ক্যাপাসিটি বৃদ্ধিকরণ; এবং (ঘ) উন্নত শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় শহর ও গ্রাম অঞ্চলের শিক্ষার সুযোগ-সুবিধার পার্থক্য হ্রাস করা। অন্যদিকে, প্রকল্পের মূল কার্যক্রমসমূহ: (ক) নির্বাচিত ৩১০টি স্কুলের বিদ্যমান ভবনের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ এবং নতুন শ্রেণী কক্ষ নির্মাণ/সাইক্লোন সেন্টার নির্মাণ, (খ) ৩১০টি স্কুলের বিদ্যমান ভবনের মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ, এবং (গ) ৩১০টি স্কুলে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র, বইপত্র, কম্পিউটার একসেসরিজ ও খেলার সামগ্রী সরবরাহ।

আলোচ্য প্রকল্পটি বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ(আইএমইডি) কর্তৃক ২০১২-১৩ অর্থ বছরের রাজস্ব বাজেটের আওতায় নিবিড় পরিবীক্ষণের জন্য নির্বাচিত হয়েছে। নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ব্যক্তি পরামর্শক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয় এবং যাচাই বাছাই করে যথাযথ নিয়মে ব্যক্তি পরামর্শক নিয়োগ প্রদান করা হয়। আইএমইডি এর সাথে স্বাক্ষরিত চুক্তি মোতাবেক ২৯-১১-২-১২ তারিখ হতে ব্যক্তি পরামর্শক নিবিড় পরিবীক্ষণের কাজ শুরু করেন। কাজ করতে গিয়ে বাস্তব অবস্থার প্রয়োজনের তাগিদে চুক্তির সময়কাল ২০০৬-২০১৩ তারিখ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রমে পরামর্শকের প্রধান উদ্দেশ্যগুলো ছিলঃ (ক) প্রকল্পটির সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যাবলী এবং কার্যক্রম প্রণালী ডিপিপি অনুসারে সম্পাদিত হচ্ছে কিনা তা পরীক্ষা করা এবং প্রধান অঙ্গসমূহের বাস্তব এবং আর্থিক অগ্রগতি নিরূপণ করা; (খ) প্রকল্পের ক্রয়/সংগ্রহ কার্যক্রম নিরীক্ষা করা; (গ) প্রকল্পের অধীনে সম্পাদিত নির্মাণ এবং ক্রীত মালামালসমূহের গুণগতমান পরীক্ষা করা; (ঘ) প্রকল্প বাস্তবায়নে গতি/সফলতা এবং দুর্বলতা চিহ্নিত করা; এবং (ঙ) প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কার্যক্রমসমূহ বিশ্লেষণ করতঃ যথাযথ সুপারিশমালা প্রণয়ন করা।

প্রতিবেদন প্রণয়নে Primary & Secondary উভয় উৎসের উপাত্ত ব্যবহার করা হয়। ব্যবহারের উপর গুরুত্বারোপ করে উপাত্ত সংগ্রহ করা হয় এবং উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ এবং সংগৃহীত উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ ও বিশ্লেষণ পূর্বক পরামর্শক কতৃক ব্যক্তি অথবা গ্রুপ আলোচনার মাধ্যমে মাঠ পর্যায় হতে উপাত্ত সংগ্রহপূর্বক প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়। প্রাথমিক উপাত্ত সৃজনের পূর্বে প্রকল্পের উপর প্রাসঙ্গিক Secondary তথ্যাদি বিভিন্ন Stakeholder দের নিকট থেকে সংগ্রহ করা হয়। সমীক্ষা জরীপের পদ্ধতি সঠিকভাবে উন্নয়নের জন্য এবং প্রকল্পের অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য প্রকাশের জন্য Secondary তথ্যাদি যত্নসহকারে পরীক্ষা করা হয় এবং প্রকল্পের অবস্থার সাথে মিলিয়ে সঠিকতা যাচাই করা হয়। প্রাথমিক উপাত্ত সৃজনের নিমিত্তে প্রস্তাবিত নমুনা জরীপ, যথাযথ নমুনা নকশা এবং গবেষণা কৌশল ব্যবহার করে সংগৃহীত উপাত্তের ভিত্তিতে প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়। পরামর্শক In-Depth Monitoring কার্য সম্পাদনকালে নমুনাভুক্ত ৪২টি বিদ্যালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রনাধীন ৪২টি উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস, ৩৯টি জেলা শিক্ষা অফিস, ইইডি অধিভুক্ত মাঠপর্যায়ে ২৮টি নির্বাহী প্রকৌশলীর অফিস, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের অধীন অত্র প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয় হতে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করেছেন।

উপাত্ত সৃজনের জন্য প্রস্তাবিত সমীক্ষার নমুনা নকশা এমনভাবে তৈরী করা হয় যাতে নিবিড় পরিবীক্ষণ কাজের ToR এর চাহিদা পূরণ হয়। নমুনার আকার এমনভাবে নির্ধারণ করা হয় যাতে ToR অনুযায়ী চলমান/সম্পাদিত কার্য এর স্টেক হোল্ডার/সংগঠন/সুবিধাভোগীদের নমুনার উপর নির্ভরযোগ্য উপাত্ত সংগ্রহ করা যায় । যদিও পরিসংখ্যানের দৃষ্টিকোণ হতে নমুনার আকার যতদূর সম্ভব বৃহৎ হওয়া বাঞ্ছনীয় কিন্তু অন্যান্য উপাদান যেমন সময়সীমা, বাজেট সীমাবদ্ধতা ইত্যাদি কারণে নমুনা আকারকে সীমাবদ্ধ করে গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে এনে সমীক্ষার উদ্দেশ্যে ও প্রকৃতি বিবেচনা করে প্রধান উপাত্তগুলো মাঠ হতে সংগ্রহ করা হয়।

প্রকল্পটির জুন, ২০১২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৭৫১২.০০ লক্ষ টাকা ও বাস্তব অগ্রগতি ১৪%। ২০১২-১৩ অর্থ বছরে প্রকল্পের অনুকূলে ৪০০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয় এবং ২৫০০.০০ লক্ষ টাকা অবমুক্ত করা হয়, যার অনুকূলে এপ্রিল, ২০১৩ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ২২১৮.৩৩ লক্ষ টাকা। এপ্রিল ২০১৩ পর্যন্ত সময়ে আর্থিক অগ্রগতি মোট বরাদ্দের ২০.৯০% এবং বাস্তব অগ্রগতি ২৬%। প্রকল্পের অধীনে সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়সমূহের বিদ্যমান ব্যবহৃত ভবনের/ভবনসমূহের মেরামত ও সংস্কারের জন্য ১২৪০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ থাকলেও এই খাতে কোন ব্যয় হয়নি। নতুন নির্মিত বিদ্যালয়সমূহে কম্পিউটার সামগ্রী ও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হলেও আসবাবপত্র সরবরাহ না করার কারণে নতুন ভবন ব্যবহার উপযোগী করা যাচ্ছে না।

মোট ৪২টি বিদ্যালয়ের ২১০ জন ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে তথ্যসংগ্রহ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। এর মধ্যে ৫৩% ছাত্র এবং ৪৭% ছাত্রী। উত্তরদাতা মোট ছাত্র-ছাত্রীর ৭৯%ই ৯ম-১০ম শ্রেণীতে অধ্যয়নরত। বাকী ২১% ছাত্র-ছাত্রী ৬ষ্ঠ-৮ম শ্রেণীতে অধ্যয়নরত। প্রায় সব ছাত্র-ছাত্রীই স্কুলে পূর্বের তুলনায় নিয়মিত এবং এই বিষয়ে তারা প্রতিনিয়তই শিক্ষক, অভিভাবক এবং সহপাঠীদের নিকট থেকে উৎসাহ পেয়ে থাকে। তথ্য মতে - ৭৬% শিক্ষার্থীই বিদ্যালয়গুলোর পাঠদানের প্রতি আকৃষ্ট। সেইসাথে শিক্ষকদের উৎসাহ, সহপাঠীদের অনুকরণ, সন্তানদের পড়ালেখার প্রতি অভিভাবকদের গুরুত্বারোপ ইত্যাদি কারণে ছাত্র-ছাত্রীরা ক্লাসে আগের তুলনায় অধিকতর নিয়মিত হওয়ার আগ্রহ পাচ্ছে।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকদের মধ্যে ৮৮% নিয়মিত এবং বাকী ১২% ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক হিসাবে কর্মরত আছেন। প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায় - প্রতিটি বিদ্যালয়ই সহশিক্ষা (Co-education) বিদ্যালয় এবং ৮৮% বিদ্যালয়ই নিয়মিত কমিটি কর্তৃক পরিচালিত হয়ে আসছে। অবশিষ্ট ১২% বিদ্যালয় এড-হক এবং বিশেষ কমিটির মাধ্যমে পরিচালিত হয়ে আসছে। বিদ্যালয়সমূহের সভাপতিগণ কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে সচেষ্ট এবং যত্নবান। তারা নিয়মিত শিক্ষকদের উপস্থিতি, ছাত্র-ছাত্রীদের সমাবেশ, শিক্ষাদানে আধুনিক পদ্ধতির অনুসরণ, স্কুল ভিত্তিক ছাত্র-ছাত্রীদের মূল্যায়ন, পিছিয়ে পড়া ছাত্র-ছাত্রীদের অধিক সহায়তা প্রদান, সহশিক্ষা কার্যক্রম (Co-carricular Activities) বাস্তবায়ন ইত্যাদি ব্যাপারে সার্বক্ষনিক পরিবীক্ষণ করে থাকেন। উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসারের নিকট থেকে প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যায়, শিক্ষায় মানসম্পন্ন বিদ্যালয়গুলো সবসময় পাঠদানে বিভিন্ন উপকরণ ও পদ্ধতির অনুসরণ করে থাকে, যেমন - পিবিএম নীতি ও কার্যপ্রনালী, পিবিএম ম্যানুয়াল ব্যবহার, কৌশলগত পরিকল্পনা, হেড টিচার ও অন্যান্যদের ডাইরী ব্যবহার, টিচিং প্ল্যান প্রণয়ন ইত্যাদি। জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা প্রতি মাসেই বিদ্যালয় মনিটরিং করেন। তথ্য অনুসারে - ৭৬% স্কুলে বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণীত হয়েছে, ৭৯% স্কুলে পরিকল্পনা প্রণয়নে একই সাথে এসএমসি, পিটিএ ও শিক্ষকগণ অংশগ্রহণ করে থাকে এবং ৭৯% বিদ্যালয়ে পরিকল্পনার লক্ষ্যসমূহ অর্জনের অগ্রগতি মূল্যায়ন হয় ।

প্রকল্পের প্রথম উদ্দেশ্যঃ সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়বিহীন নির্বাচিত উপজেলায় বিদ্যমান বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহ হতে একটি করে স্কুল নির্বাচনপূর্বক মডেল স্কুলে রূপান্তর। ব্যক্তি পরামর্শক নমুনাভুক্ত ৪২টি বিদ্যালয় হতে সংগৃহীত তথ্যাবলী যাচাই বাছাই করে নিশ্চিত হয়েছেন যে, প্রকল্পে প্রদত্ত শর্তসমূহ যথাযথভাবে পূরণ করেই বিদ্যালয়গুলি নির্বাচন কার্য সম্পন্ন করা হয়েছে।

প্রকল্পের দ্বিতীয় উদ্দেশ্যঃ ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন এবং টিচিং লার্নিং সুযোগ-সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে নির্বাচিত বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার গুণগতমান উন্নয়ন। ব্যক্তি পরামর্শক মাঠ পর্যায়ে সংগৃহীত তথ্য যাচাই বাছাই ও প্রত্যক্ষভাবে নিবিড় পরিবীক্ষণের মাধ্যমে নিশ্চিত হয়েছেন যে নমুনাভুক্ত ৪২টি মডেল বিদ্যালয়ে চারতলা ফাউন্ডেশন বিশিষ্ট ৩ তলা নতুন ভবন নির্মাণ কাজ প্রত্যেকটিতে শুরু হয়েছে এবং কাজের গড় অগ্রগতি হার ৯৪%। ব্যক্তি পরামর্শক কর্তৃক পরিদর্শনকৃত বিদ্যালয়সমূহের সার্বিক গুনগতমান সন্তোষজনক। (বিস্তারিত বিবরণ প্রতিবেদনর মূল অংশে সংযোজিত)

প্রকল্পের তৃতীয় উদ্দেশ্যঃ স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য এবং প্রধান শিক্ষক/সহকারী প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকাদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে বেসরকারী বিদ্যালয়সমূহের স্কুল ম্যানেজমেন্ট ক্যাপাসিটি বৃদ্ধিকরণ। ব্যক্তি পরামর্শক প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়,জেলা শিক্ষা কর্মকর্তার কার্যালয়,উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তার কার্যালয় ও বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের প্রদত্ত তথ্য ও ফোকাস গ্রুপ আলোচনার মাধ্যমে নিশ্চিত হয়েছেন যে, শিক্ষকগণের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর (মাউশি) নিয়ন্ত্রনাধীন টিচার কোয়ালিটি ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (টিকিউআই) সহ অন্যান্য প্রকল্পের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়েছে এবং হচ্ছে।

প্রকল্পের চতুর্থ উদ্দেশ্যঃ উন্নত শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় শহর ও গ্রাম অঞ্চলের শিক্ষার সুযোগ-সুবিধার পার্থক্য হ্রাস করা। ব্যক্তি পরামর্শক ৩১০টি উপজেলা সদরে নির্বাচিত বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে মডেল স্কুলে রূপান্তর শীর্ষক প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রম সম্পন্ন করতে যেয়ে নমুনাভুক্ত ৪২ টি বিদ্যালয়,৪২টি উপজেলা শিক্ষা অফিস,৩৯টি জেলা শিক্ষা অফিস,২৮টি শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের নির্বাহী প্রকৌশলীর অফিস ও মাউশি প্রধান কার্যালয়ে অবস্থিত প্রকল্প পরিচালকের অফিস হতে প্রাপ্ত তথ্যের নিরিখে এবং বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নিশ্চিত হয়েছেন আলোচ্য প্রকল্পটি সফলতার সাথে সম্পন্নের পর এই মডেল বিদ্যালয়ের মাধ্যমে ঐ অঞ্চলের শহর এবং গ্রামের শিক্ষার সুযোগ-সুবিধার পার্থক্য হ্রাস পাবে। এমতাবস্থায় উল্লেখ করা যায় যে, মডেল বিদ্যালয়গুলোতে অন্যান্য বছরের তুলনায় নতুন ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির প্রবণতা বেড়ে গেছে। সেইসাথে শিক্ষার মান উন্নয়নের পাশাপাশি ছাত্র-ছাত্রী ঝরে পড়ার হার কমে যাচ্ছে। নির্মিত বিদ্যালয়গুলোর সুযোগ সুবিধার আলোকে স্থানীয় অভিভাবক এবং ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ভাল পরিবেশে শিক্ষা অর্জনের আশার সঞ্চার হয়েছে, যা শিক্ষা অর্জনে গ্রাম ও শহরের স্কুলের বৈষম্য কমিয়ে আনতে ভূমিকা রাখছে।

অনুসন্ধানের নিরিখে চলমান প্রকল্পটিতে যেসকল দুর্বল দিক প্রত্যক্ষ করা গেছে সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল অঙ্গভিত্তিক অগ্রগতি আশানুরূপ হচ্ছে না এবং প্রকল্প বাস্তবায়নের সাথে জড়িত সংস্থাগুলির মধ্যে সমন্বয়হীনতার কারণে অভাবনীয়ভাবে প্রকল্পের কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

উপরের চিত্র থেকে দেখা যায় প্রকল্পটি অত্যন্ত ধীর গতিতে অগ্রসরমান। অপরদিকে ভবন নির্মান না করেই বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি সরবরাহ করাতে সেগুলি যথাযথ স্থানে রাখা সম্ভব হচ্ছে না। আবার, ভবন নির্মানের ৬ মাস পরেও শ্রেনী কক্ষের আসবাবপত্র সরবরাহ না করায় ভবনটিও পাঠদান কাজে ব্যবহার করা যাচ্ছে না। এই সমন্বয়হীনতা প্রকল্পটির উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে বড় ধরনের প্রতিবন্ধকতা। প্রকল্পটির সংশোধন ডিসেম্বর ২০১২ মাসে একনেক সভায় অনুমোদন প্রাপ্ত হয়ে ১ বছর বর্ধিত হওয়ার কারণে ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৪ তে প্রকল্পের কার্যক্রম সমাপ্ত করতে হবে। বাস্তব এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে প্রকল্পের অবশিষ্ট সমুদয় কাজ গুনগত মান বজায় রেখে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করার জন্য মাঠ পর্যায় থেকে বাস্তবতার নিরিখে প্রয়োজনীয় আর্থিক বরাদ্দের চাহিদা প্রদান কার্যালয়ে প্রেরণ করা এবং সময় মত আর্থিক বরাদ্দ প্রাপ্তি নিশ্চিত করা প্রয়োজনীয়। প্রকল্পের আওতায় নির্মাণ ও মেরামত সংস্কার কাজসমূহ শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের দ্বারা বাস্তবায়িত হচ্ছে। অন্যদিকে, কম্পিউটার,বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি,আসবাবপত্র,বই ও খেলার সরঞ্জাম ইত্যাদি প্রকল্প পরিচালক স্বয়ং সরবরাহের দায়িত্বে রয়েছেন। এমতাবস্থায়, প্রকল্প পরিচালক ও শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক উভয়ের মধ্যে অঙ্গভিত্তিক কাজে সমন্বয় করে CPM (Critical Path Method) অনুসরণ করে কাজের মান বজায় রেখে বাকী কাজ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। অন্যথায় প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল সমাপ্ত হলেও অঙ্গভিত্তিক অনেক কাজই আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে অসমাপ্ত রয়ে যাবে।

অধ্যায়-৬

সুপারিশমালা (Recommendations)

নিবিড় পরিবীক্ষণ কাজের পঞ্চম এবং শেষ উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কার্যক্রমসমূহ বিশ্লেষন করতঃ যথাযথ সুপারিশমালা প্রণয়ন করা। এ উদ্দেশ্যের বিপরীতে নিবিড় পরিবীক্ষণের আলোকে উপস্থাপিত সুপারিশমালা নিম্নরূপঃ

১. প্রকল্পের আওতায় নির্মিতব্য একাডেমিক ভবন নির্মাণ কাজ যথাযথ মান বজায় রেখে নির্ধারিত সময়ে সমাপ্ত করতে হবে। তাছাড়া একাডেমিক ভবন নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হওয়ার সাথে সাথে ডিপিপি'র বরাদ্দ অনুযায়ী আসবাবপত্র সরবরাহের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগ নিতে হবে।

২. প্রকল্পের আওতায় নির্ধারিত একাডেমিক ভবন সমাপ্ত হওয়ার পূর্বে বৈজ্ঞানিক ও কম্পিউটার যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা যুক্তিযুক্ত হয়নি। বৈজ্ঞানিক ও কম্পিউটার যন্ত্রপাতি যথাযথভাবে ব্যবহার করতে হবে। অন্যথায় এর উপযোগিতা থাকবে কমে যাবে।

৩. প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিদ্যমান পুরাতন ভবনসমূহ প্রকল্পে বরাদ্দকৃত উক্ত খাতের অর্থ দ্বারা মেরামত ও সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

৪. প্রকল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সুষ্ঠু তদারকির মাধ্যমে কাজের গুণগত মান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নির্মাণের পূর্বেই সরবরাহকৃত মালামালের প্রয়োজনীয় পরীক্ষা নিরীক্ষা করে নিতে হবে। সেইসাথে নির্মিত ভবনের নির্মাণ কাজ ও সরবরাহকৃত মালামালের সঠিক ব্যবহার ও সংরক্ষণ বিষয়ে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গকে ব্যবহারিক শিক্ষা প্রদান করতে হবে।

৫. প্রকল্পের সুফলভোগী সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রকল্পের মাধ্যমে অঙ্গভিত্তিক কজের বিবরণ ও কাজের ধরন সম্পর্কে সম্যক ধারনা লাভের জন্য উক্ত কাজের Drawings/Specifications সম্পর্কে প্রকল্প/সংশ্লিষ্ট বিভাগ থেকে ধারণা প্রদান একান্ত প্রয়োজন।

৬. প্রকল্পে নির্ধারিত সময়ে প্রকল্পভুক্ত অর্থের মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকে মানসম্মত কাজ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পূর্ণকালীন সমন্বয় ও সুপারভিশনের জন্য একটি অভিজ্ঞ কনসাল্টিং ফার্ম নিয়োগ করা যেতে পারে।

৭. প্রকল্পের কাজ সমাপ্তির পরেও প্রকল্পের উদ্দেশ্য যাতে অর্জিত হয় এবং তা বহাল থেকে আরো উন্নততর অবস্থানে যাতে পৌছায় এজন্যে ভবিষ্যতে বিদ্যালয়গুলিতে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিয়মিত তত্ত্বাবধান প্রয়োজন।

৮. যে সকল জেলায় শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের নিবাহী প্রকৌশলীর কার্যালয় নেই ঐ সকল জেলায় অত্র প্রকল্পের উন্নয়ন কাজ বিদ্যমান আছে। কাজের মান সমুন্নত রাখার প্রয়োজনে ঐ সকল জেলায় রুটিন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ তত্ত্বাবধানের জন্য উদ্যোগ নিতে হবে।